ওয়েব সাইট পরিচিতি

নোটিশ : "ওয়েব সাইট পরিচিতি" পাঠকদের জন পড়শী'র তথ্য উপহার। এসকল ওয়েব সাইটে প্রকাশিত তথ্যের সত্যতার কোন নিশ্চয়তা পড়শী প্রদান করছে না; কিংবা এদের মতামতের সাথে পড়শী একাত্মতা ঘোষণা করছে না। এমনকি আলোচিত ওয়েবসাইটের Content কেও পড়শী কোন অনুমোদনের ছাপ দিচ্ছে না।

সর্বোপরি পাঠক-পাঠিকা এসকল ওয়েবসাইটের সাথে বা মাধ্যমে কোন আর্থিক লেনদেন নিজ দায়িত্বে করবেন।

ইন্টারনেটের সুবাদে আজকাল ঘরে বসেই পেয়ে যেতে পারেন স্বদেশের তরতাজা খরব আর ছবিসহ, শুনতে পারেন পুরনো দিনের বাংলা গান, কিনতে পারেন বাংলা বই, এবং আরো কতকি! এখন আর টেলিফোন কার্ড কেনার জন্য দরকার নেই ভারতীয়/ বাংলাদেশী দোকানে ছুটে যাবার, ঘরে বসেই তাৎক্ষণিকভাবে ইন্টারনেট থেকে কিনে নিতে পারেন নানা রকমের টেলিফোনের কার্ড। আর যদি বাঙালীদের প্রিয় কাজ আড্ডার সময় থাকে আপনার কিংবা যদি তর্কবিতর্কে আগ্রহ থাকে আপনার তাহলে দরকার নেই গাড়ী করে কারো বাসায় যাবার, কম্প্যুটার নিয়ে যোগ দেন Chat Room- এ বা Discussion Board -এ বা Group Mail -এ । যদি জানতে চান স্বদেশের ছায়াছবির খবর বা নায়ক নায়িকাদের ফষ্টিনষ্টির মুখরোচক গুজব তাহলেও ইন্টারনেট সহায় হবে আপনার। হ্যাঁ, মজাদার খাবারের রান্নাপ্রাণালী (recipe) ও পাবেন আর চাইলে স্বদেশী জিনিসপত্র, মায় বাড়ী, সালোয়ার কামিজও কিনতে পারবেন ইন্টারনেট থেকে। এবারের ঈদের ফ্যাশন কি - তাও দেখতে পাবেন ছবিসহ- এই আজব বায়োস্কোপে।

তাই পড়শী আপনাদেরকে মাঝে মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেবে বিভিন্ন ওয়েব সাইটের সাথে। যে কোন পাঠক/পাঠিকা লিখে পাঠাতে পারেন ওয়েব সাইট পরিচিতি। তবে এক্ষেত্রে আশা করা হবে আপনারা নিজের গান নিজে গাইবেন না, অর্থাৎ এই পাতাকে বিজ্ঞাপনে রূপান্তরিত করবেন না।

তোমায় গান শোনাব...

বহুকাল আগে কোনো এক সংগীতপ্রেমী কবি বলেছিলেন, 'জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার মানে যোগায় প্রেম আর সংগীত!' ইন্টারনেটে এখনও প্রেম পাওয়া না গেলেও পাবেন জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার আরেক সঞ্জীবনী সুধা – বাংলা গান। সুর আর কথা, কথা আর সুরের মায়াময় ছায়াময় দোলাচলে যদি হারিয়ে যেতে চান নিজের মাঝেই বা পূর্ণ চাঁদের মায়ায় বসে যদি শুনতে চান 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে'র মতো জাদুময় গান তাহলে চলে যান www.calcuttaweb.com/gaan/rabindra নামের একটি ওয়েব সাইটে সরাসরি। শুধু রবীন্দ্র সংগীত নয়, হাজার রকমের বাংলা গানের সন্ধান পাবেন এই ওয়েব সাইটে যদি এক ধাপ পিছিয়ে চলে যান www.calcuttaweb.com/gaan এর মূল পাতায়।

পাবেন রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি, লোকগীতি, ভক্তিগীতি, দেশাত্মবোধক, রাগ প্রধান গান ও যন্ত্র সংগীতের লিংক। পাবেন হেমন্ত, মান্না, সন্ধ্যা, শ্যামল, কিশোর, আরতি, লতা, আশা, কণিকা, বন্যা ছাড়া জীবনমুখী আধুনিক গানের শিল্পী সুমন চ্যাটার্জীর 'প্রথমত আমি তোমাকে চাই, দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই, তৃতীয়ত আমি তোমাকে চাই' এর মতো তুমি-ময় প্রেমের গান। এ গান শুনলে অনেকের মনে পড়ে যাবে কবি রফিক আজাদের একটি চমৎকার কবিতা। 'হ্যালো, রিমোট কন্ট্রোল', যেখানে তিনি প্রেমিকাকে হাজার হাজার মাইলের টেলিফোন তারের ব্যবধানে চান নি, চেয়েছেন, 'তোমাকে তো আমি কাছে চাই, পাশে চাই/জীবনসর্বস্ব সুখে চাই...।'

গ্রীন কার্ডধারী বাঙালী যুবক যারা সদ্য বিয়ে করা বউকে দেশ থেকে আমেরিকায় আনতে পারছেন না ইমিগ্রেশনের অমানবিক আইনী কারণে, তারা বুঝবেন এই চাওয়ার মর্যাদা লং ডিস্টেন্ট টেলিফোন কলের বিল দেখে।

সে যাক্, যদি শুনতে চান সতীনাথের গলায় কবি নজরুলের 'তুমি সুন্দর, তাই চেয়ে থাকি প্রিয় সে কি মোর অপরাধ', তাহলে ক্লিক করুন নজরুলগীতির লিংকে। এই সাথে পাবেন আরো ২১টি গান ফিরোজা বেগমের গলায় 'আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায়' থেকে অনুপ ঘোষালের গলায় 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয়'। আরো পাবেন প্রখ্যাত আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষের গলায় 'বিদ্রোহী' কবিতার আবৃত্তি। বহুদিন আগে প্রদীপ ঘোষকে আবৃত্তি করতে দেখেছিলাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে একটি কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানে। মনে পড়ে মঞ্চ থেকে তিনি কীভাবে ঘণ্টাধিক কাল আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন আবৃত্তির সাথে body language মিশিয়ে। ভুলতে পারি নি 'কামাল পাশার' কবিতার 'কুইক মার্চ, লেফ্‌ট রাইট'-এর সাথে তার মঞ্চের উপর 'কুইক মার্চ' কবিতাটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল সেদিন। এই ওয়েব সাইটেও পাবেন 'কামাল পাশা' কবিতার আবৃত্তি, তবে প্রদীপ ঘোষের গলায় নয়, আরো বিখ্যাত আবৃত্তিকার সব্যসাচীর গলায়। বলতে ভুলে গিয়েছি রবীন্দ্র সংগীতের পাতায় পাবেন প্রদীপ ঘোষের গলায় 'দেবতার গ্রাস' কবিতার আবৃত্তি এবং রবীন্দ্রনাথের বাংলা গান ও কবিতার অনুলিখন। যদি /gaan এর পাতার একেবারে

ওপরের দিকে অবস্থিত 'রবীন্দ্রনাথ' লিংকে ক্লিক করেন, তাহলে পাবেন রবি ঠাকুরের চমৎকার জীবনী ও রবীন্দ্রনাথের কিছু দুর্লভ ছবি – আইনস্টাইনের সাথে, হেলেন কেলারের সাথে, বার্নার্ড শ' এর সাথে। 'সাহিত্য' লিংকে ক্লিক করলে পাবেন নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশের সংক্ষিপ্ত জীবনীর সন্ধান, আরো অনেকের সাথে। অবাক হলাম জীবনানন্দ দাশের লিংকের ওপরে একটা নাম দেখে 'জালালউদ্দীন রুমি'। এই নামে যাকে জানি তিনি হলেন ত্রয়োদশ শতকের বিখ্যাত ইরানী কবি, বর্তমানে যার ইংরেজি অনুবাদের বই আমেরিকাতে best sellers list-এ। তবে এ লিংকটি এখনও সক্রিয় নয়, হয়ত তারা রুমীর ফার্সি কবিতার বাংলা অনুবাদ দেবার পরিকল্পনা করছেন। উলে-খ্য যে, এই রুমীই মরমিয়াবাদের সম্ভবত শ্রেষ্ঠ কবি যার প্রভাব পাবেন রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে।

'লোকগীতি' লিংকে ক্লিক করুন পাবেন আব্বাসউদ্দিনের গলায় গাওয়া 'আল-া মেঘ দে পানি দে' এর পাশাপাশি রুনা লায়লার গলায় 'সাধের লাউ...'। এমন কি যদি চান আপনার প্রাণটাকে কিছু দিয়ে বাঁধতে, তাহলে শুনে নিন উৎপলেন্দু চৌধুরীর গাওয়া 'ইচ্ছা করে পরাণডারে গামছা দিয়া বান্ধি'। আর তা না করে যদি শুনতে চান লতা মঙ্গেশকরের গলায় 'আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব' তাহলে ক্লিক করুন 'লতা' লিংকে। সেখানে আরো পাবেন লতার অতুলনীয় গলায় গোটা ত্রিশেক গান – 'সাত ভাই চম্পা' থেকে শুরু করে 'নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখীরা' (না, গানের লিংকটা কাজ করলো না এবারে, এই প্রস্তুতিটুকু রাখবেন সবসময়, হতাশ হবেন না, একবার না হলে আবার চেষ্টা করুন)। তবে এই calcuttaweb.com ওয়েব সাইটটি চমৎকার। গানের পাতায় যেমন আছে শত শত গান, তেমনি পাবেন গান শোনা যায় এ রকম আরো অনেক ওয়েব সাইটের ঠিকানা। খুব অবাক কাণ্ড! নিজেদের ওয়েবসাইটের মতো অন্যান্য ওয়েবসাইটগুলোকে তারা প্রতিযোগী মনে করছে না। তাই আপনাকে আমাকে খবর দিচ্ছে আর কোথায় কোথায় গেলে পেতে পারি আমাদের আরো অনেক প্রিয় গান। আমার বউ বহুদিন ধরে তাগাদা দিচ্ছিলেন হেমন্তের গাওয়া 'কোনো এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই' গানটি ইন্টারনেট থেকে বের করে দিতে। সেটা পেয়ে গেলাম 'হেমন্ত' লিংকের নিচে, আরো অনেক গানের সাথে। 'মান্না দে'র লিংকে গেলে পাবেন তার অসাধারণ গলার গোটা চলি-শেক গান।

A film is a film is a film-Godard

সেই যে বলেছিলেন ফরাসি দেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার চলচ্চিত্রকে সংজ্ঞায়িত করতে যাওয়ার দুরূহতাকে নাটকীয়তা দেয়ার জন্য একথা মনে রেখে যারা বাংলা চলচ্চিত্রকে এখনও ভালবাসেন তাদের জন্য calcuttaweb.com এর চমৎকার উপহার 'চলচ্চিত্র' লিংকটি। শুরু হয়েছে বাংলা সিনেমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে। সাথে রয়েছে প্রবাদ পুরুষ সত্যজিত রায়ের জীবনী, চলচিচত্রের ফটো ক্লিপ, পাবেন সেখানে 'পথের পাঁচালী'র ইন্দিরের মুখের অবিস্মরণীয় শট। আরো পাবেন সত্যজিতের নয়টি ছবির ছোট ছোট ভিডিও ক্লিপ। মনে পড়ে কি 'পোস্টমাস্টার' ছবিতে রতনের সাথে প্রথম দেখার দৃশ্যটি? পাবেন মৃণাল সেন সম্পর্কেও অনেক তথ্য, তার 'একদিন প্রতিদিন' ছবির ভিডিও ক্লিপ – বহুদিন আগে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ছাত্র হিসেবে মুগ্ধ হয়েছিলাম এই ছবিটি দেখে যে, কী করে মৃণাল সেন মাত্র একদিনের একটা ঘটনাকে নিয়ে একটি অসাধারণ শ্বাসরুদ্ধকর পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচিচত্র তৈরি করতে পেরেছিলেন। আর যাদের মনে দাগ কেটেছিল 'দীপ জ্বেলে যাই' এর মতো অপূর্ব ছবি, তারা যদি দেখতে চান 'এই রাত তোমার আমার' গানের ভিডিও ক্লিপ, তাহলে ক্লিক করুন 'চিত্রমালা' লিংকে, সেখানে পাবেন আরো অনেক গানের ভিডিও ক্লিপ। তবে আপনার যদি DSL বা T1 T3 line-এ যোগাযোগ না থাকে ইন্টারনেটের সাথে, তাহলে মুশকিল হবে ভিডিও ক্লিপ দেখা। উত্তম কুমারের ভক্ত আপনি, পাবেন তার জীবনী, তার ছবির নানান শট এবং 'ভ্রান্তিবিলাস' (Shakespeare-এর Comedy of Errors-এর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত অনুবাদ) ছবির একটি চমৎকার ভিডিও ক্লিপ। পাবেন সুচিত্রা সেনের জীবনী, নানা ছবির ফটোশট ও 'সাত পাঁকে বাঁধা'র ভিডিও ক্লিপ। পাবেন সৌমিত্র চ্যাটার্জীর জীবনী ও 'অপুর সংসার' ছবিতে তার সাথে শর্মিলা ঠাকুরের সেই অবিস্মরণীয় মুগ্ধ প্রেমের ফটোশট।

বাসনার সেরা বাসা রসনায় – রবিঠাকুর

মজার ব্যাপার হলো /gaan এর পাতায় আরো রয়েছে রান্নাবান্নার Recipe'র লিংক 'রসনা'। বোধকরি ওয়েবসাইট যারা চালান তারা আমাদের মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছেন শুধু গান শুনে আর ছবি দেখে পেট ভরবে না, তাই সাথে চাই 'কৈ মাছের পাতুরী', আর 'খিচুড়ি' কিংবা 'মোগলাই পরোটা' আর 'মাংসের দোঁপেয়াজী'।

শেষের মধ্যে অশেষ আছে

শেষ করার আগে আবারও বলি calcuttaweb.com একটি অসাধারণ ওয়েব সাইট। পাবেন সেখানে অনেক কিছু, মায় বাংলা পঞ্জিকা (/calendar.htm) থেকে রোজকার খবর ও আত্মার অনেক অনেক খোরাক। ❐

নজমুস সাকিব

সাক্রামেন্টো, ক্যালিফোর্নিয়া।

ঘরে বসে নিয়মিত 'পড়শী' পেতে হলে আজই গ্রাহক হয়ে যান
গ্রাহক ফর্ম–সহ প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য
আমাদের ওয়েব সাইটে আসুন :
www.porshi.com

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান স্থাপন

ড: মোহাম্মদ কায়কোবাদ

গতানুগতিক চেষ্টায়, চিন্তায়, উদ্যোগে, গতিতে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় না, এর জন্য প্রয়োজন দূরদর্শী সর্বাত্মক অঙ্গীকার। আমাদের এই ভূখণ্ডে আণবিক শক্তি কমিশন কিংবা বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের জন্ম সম্ভবত এ ধরনের উদ্যোগেরই বহিঃপ্রকাশ। তবে স্বাধীনতার ৩০ বছর পর এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের অত্যন্ত সাদামাটা অর্জন, দায়সারা অঙ্গীকার দেখে মনে হয়, না স্বপ্নদ্রষ্টাদের, না জাতির কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা এদের দ্বারা গ্রহণযোগ্যভাবে পূরণ হয়েছে । আর ভবিষ্যতেও যে কোনো সম্ভাবনা নেই তা বিশেষ করে ভারত ও কোরিয়ার সমমনা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাফল্যের সঙ্গে তুলনা করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভারতের দূরদর্শী নেতৃত্ব পাওয়ার স্টেশন, সেতু কিংবা খাদ্যশস্য ভিক্ষা না চেয়ে বিশ্বমানের আইআইটি প্রতিষ্ঠার জন্য বৈদেশিক সাহায্য-সহযোগিতা চেয়েছিলেন। সেই আইআইটি'র গ্র্যাজুয়েটেরা প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো কোনো বিদেশী বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়াই তৈরি করতে পারছে। ১৯৯৯ সালে এসিএমএর আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুর যাওয়ার পথে গঙ্গার ওপর তৈরি সেতু যখন পার হচ্ছিলাম তখন ট্যাক্সিচালককে সেতু কখন তৈরি হয়েছে জিজ্ঞেস করার উত্তর দিল ১৯৭১ সালে। শুধু তাই-ই নয়, লক্কড়ঝক্কড় ট্যাক্সির চালক গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করল ভারতীয় প্রকৌশলীরাই এই সেতু নির্মাণ করেছেন। গঙ্গার মতো বড় নদী নয়, নজরে পড়ার মতো যে কোনো নদীর ওপর এই সাধারণ ট্যাক্সিচালকের মতো গর্ব করে আমরা হয়তো কেউই এরকম কথা বলতে পারব না। সেতু, উঁচু ইমারত, বিমান বন্দর তৈরির জন্য প্রাযুক্তিক সাহায্য নয়, এসব ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে যে জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োজন তা শেখানোর জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে বৈদেশিক সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত, যা ভারত করেছে। আমাদের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবয়সী এই বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে অসামান্য অবদান রাখছে। এশিয়া উইকের র‍্যাংকিংয়ে ভারতের এই প্রতিষ্ঠানগুলো ৪, ৫, ৬ সহ প্রথম দশেই র‍্যাংকিং পেয়েছে। আইআইটিগুলোর উৎকর্ষের সুবাদেই গোটা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিমের দেশগুলোতে দারুণভাবে স্বীকৃত হয়েছে। আবার অন্যদিকে ১৯৪৪ সালের ১২ মার্চ টাটা ট্রাস্টের কাছে লিখিত দূরদর্শী বিজ্ঞানী ড. হোমি ভাবার একটি পত্রের ভিত্তিতে জন্ম নিয়েছিল টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ। তারপর ড. ভাবার প্রচেষ্টায় ও পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর দূরদর্শীতায় আণবিক শক্তি কমিশন তৈরি হয়েছে। সেখান থেকে অপ্সরা, সাইরাস, জাঙ্গিনা, পূর্ণিমা ১, ২, ৩ প্রভৃতি রিয়াক্টর তৈরি হয়েছে এবং তার থেকে জ্বালানি উৎপাদনও হয়েছে। টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের সম্মানিত ফেলোদের মধ্যে রয়েছেন নোবেল বিজয়ী হরগোবিন্দ খোরানা, চন্দ্রশেখর, নীলস বোর, দিরাক, সি ভি রমন, সালাম, কাপিসজা প্রমুখ। ড. ভাবার সম্মানে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আণবিক শক্তি কেন্দ্রের নাম দিয়েছেন ভাবা আণবিক গবেষণা কেন্দ্র। একইভাবে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাঙ্গালোরে। আজ ভাবা আণবিক গবেষণা কেন্দ্র, আইআইটিসমূহ, টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স সারা বিশ্বে ভারতীয়দের জ্ঞানান্বেষণের বার্তা ও মেধার উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়াচ্ছে। ভারত এখনো উন্নয়নশীল দেশ হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উৎকর্ষে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে চলছে তা সবাই জানে।

এবার আরেকটি দেশের দিকে তাকাই, দক্ষিণ কোরিয়ার দিকে। আইয়ুব খানের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা জেনে দক্ষিণ কোরীয়রা পাকিস্তানের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অভিভূত হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে কোরিয়ার মাথাপিছু আয় পাকিস্তানের চেয়ে কম ছিলো। তার বছর দশেক পর পাকিস্তানের এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধি দল কোরিয়া গিয়ে তার অগ্রগতি দেখে অভিভূত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল কীভাবে কোরিয়ার এই উন্নয়ন হলো? তার উত্তর হলো, পাকিস্তানের মতো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে, যা পাকিস্তান শুধু পরিকল্পনা করেছিল। আঞ্চলিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বিগত নভেম্বর মাসে আমরা কোরিয়ার তায়েজন শহরে যাই। ১৩ লাখ লোকের বাসস্থান তায়েজন শহরে ছয় ছয়টি উচচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রযুক্তিতে পরাক্রমশালী জাপান আজ কোরিয়ার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমাদের প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় জাপানিরা কোরিয়াতেও কোরিয়ান দলের কাছে হারলো, আবার খোদ জাপানের প্রতিযোগিতায়ও কোরীয় দলই বিজয়ী হলো। উপরন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপেও আবার কোরীয়রাই এগিয়ে রইল। আবার প্রযুক্তির উচচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনো জাপানি প্রতিষ্ঠান নয়, কোরিয়ান অ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (কাইস্ট) হলো এশিয়ার সেরা। এই প্রতিষ্ঠানের চারপাশে কোরীয় শিল্প-কলকারখানা যেভাবে গড়ে উঠছে তাতে কোরীয় প্রযুক্তির অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবেই।

শোনা যায় যে, কোরিয়ার শীর্ষ নেতা একজন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কী করলে কোরিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত হবে। উত্তরে বিজ্ঞানী প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বলেছিলেন। পর্যাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ করেই তৈরি হয় এই প্রতিষ্ঠান। ১৯৭১ সালে কোরিয়ান অ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, পরে ১৯৮১ সালে কোরিয়ান অ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ১৯৮৯ সালে কোরিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির সঙ্গে একীভূত হয়ে কোরিয়ান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা

ত্বরান্বিত হচেছ। ১৯৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ফর ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি মূল্যায়ন করে বলেছে, এই প্রতিষ্ঠানের স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ১০ শতাংশ এবং স্নাতক শিক্ষাসূচি যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ৩০ শতাংশের সমতুল্য। এই তো সেদিন কাইস্টের গবেষকগণ অধ্যাপক হুইন-সিয়াং-এর নেতৃত্বে হিউমানয়েড রোবট তৈরি করেছে, যা আসবাবপত্রের প্রতিবন্ধকতা এড়িয়েই মেঝে পরিষ্কার করতে পারে, বল তুলতে পারে ও অন্যান্য সাধারণ কাজ করতে পারে। প্রযুক্তির কতই না উন্নতি হয়েছে তাদের। কাইস্টের উদ্দেশ্য এবং অঙ্গীকার হলো সৃজনশীল উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা, যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে কোরিয়াকে নেতৃত্ব এবং সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

কাইস্টের বর্তমান শিক্ষক ও গবেষকের সংখ্যা ৩৬৩ এবং সহায়তাদানকারী স্টাফের সংখ্যা ৪০৪, যা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ। উলে-খ করা যেতে পারে, কাইস্টের বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের শতকরা ৬৩.৩, ৩২.৮, ১ ও ৩ জন যথাক্রমে উচচতর শিক্ষা, শিল্প, গবেষণা ও শিক্ষা খাতে চাকরি করেন। এমএসসি পাসদের শতকরা ৪৩.৪, ৩৩.৪, ১৬.৫ ও ৪.১ জন যথাক্রমে শিল্প, উচচতর শিক্ষা, গবেষণা এবং শিক্ষা খাতে চাকরি করেন। পিএইচডি পাসদের শতকরা ৪৪.৭, ২৫.৯ এবং ২৭.২ জন যথাক্রমে শিল্প, শিক্ষা ও গবেষণা খাতে চাকরি করেন। কাইস্টের স্নাতকেরা ৭০টি নামকরা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করছেন। উলে-খ করা যেতে পারে, যে এ পর্যন্ত কাইস্ট থেকে প্রায় চার হাজার পিএইচডি ডিগ্রীধারী বের হয়েছে। এ সংখ্যাটি আমাদের অনুরূপ সংখ্যার সাথে তুলনা করলে পরিস্কার হয়ে উঠে যে আমাদের উৎপাদনশীলতা তাদের চেয়ে কত কম! পৃথিবী বিখ্যাত গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার জন্য কাইস্ট দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্রদের ভর্তি করাচ্ছে, দেশ-বিদেশের নামকরা শিক্ষকদের কাইস্টে আসতে উৎসাহিত করছে এবং নতুন নতুন সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

আসলে কাইস্টের মতো জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের লক্ষ্য ছিল না। অন্যদিকে সর্বপর্যায়ে আমাদের রয়েছে অঙ্গীকারের অভাব। কারণ যাই হোক না কেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বন্ধ্যাত্ব এবং একে অনুলে-খযোগ্য অগ্রাধিকার আমাদের জাতীয় অগ্রগতির বিরাট বাধা হিসেবে কাজ করছে। আমাদের সম্পদের অপ্রতুলতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িতদের সামাজিক স্বীকৃতির অভাব, অন্য কোনো পেশার চাকরি না পেলে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকতাকে বরণ করে নেওয়া ইত্যাদি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল থেকে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন প্রায় অসম্ভব। একটি পরিসংখ্যান মতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে পাকিস্তান, ভারত, মালয়েশিয়া ও কোরিয়ার মাথাপিছু বিনিয়োগ যেখানে যথাক্রমে ১০, ১৪, ১৫০ ও ১৬০ মার্কিন ডলার, তখন বাংলাদেশে এই বিনিয়োগের পরিমাণ মাত্র ৫ ডলার। এই সংখ্যাগুলো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বাংলাদেশে কতটা অবহেলিত। এর সঙ্গে যদি আরো যোগ করা যায় যে, বাংলাদেশের যে কোনো জাতীয় উন্নয়ন সাধিত হতে পারে কেবল মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে, তাহলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আমাদের অকল্পনীয় ক্ষুদ্র বিনিয়োগই প্রমাণ করে যে, আমরা আমাদের অগ্রাধিকার নিরূপণে যারপরনাই ব্যর্থ হয়েছি। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের সময় মালয়েশিয়া এবং কোরিয়া অগ্রগতির মাপকাঠিতে আমাদের সমপর্যায়ের ছিল। শিক্ষায় তাদের বিনিয়োগ আশাতীত ফল লাভ করেছে। এই উদাহরণগুলোকে সামনে রেখে কালবিলম্ব না করে একটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠান গড়া উচিত, যা হবে বিশ্বমানের। এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান যেমন বাংলাদেশের বিশ্বমানের মেধার দূত হিসেবে কাজ করবে, ঠিক তেমনি এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে আমরা আমাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাব, যা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পূর্বশর্ত। এরকম একটি প্রতিষ্ঠান যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আগ্রহী, নিবেদিতপ্রাণ গবেষকদের জন্য আশার আলো জ্বালাবে। সারাদেশে উৎকর্ষ অর্জনের প্রতিযোগিতা সৃষ্টিতে প্রশংসনীয় অবদান রাখবে। এই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা হবে কাইস্টের সঙ্গে তুলনীয়। স্বভাবতই এ ধরনের দক্ষতা লাভের জন্য দেশের নিবেদিতপ্রাণ অত্যন্ত মেধাবী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরাই এরকম মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করবে।

এরকম একটি প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য যেমন টাটা ট্রাস্টের মতো প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসতে পারে, তেমনি পারে কোরীয় নেতার মতো দূরদর্শী নেতৃত্ব। আর এ ধরনের উদ্যোগের প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারেন ভাবার মতো একজন বিজ্ঞানী। এই প্রতিষ্ঠান দেশে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির কাজে কাইস্টের উদাহরণকে অনুকরণ করতে পারে। স্বভাবতই এখানে শিক্ষক ও গবেষকদের বেতনও তাদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার অনুপাতেই হবে। অর্থাৎ সাধারণ গবেষণাগার কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে অনেক বেশি। এর ফলে সারাদেশের শত শত বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী এরকম মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের লোভনীয় চাকরি পেতে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে প্রাণপন চেষ্টা করবেন। শতজন চেষ্টা করে কাজ করে হয়তো একজন চাকরি পাবেন। এতে করে জাতীয় সম্পদ, দক্ষতা কত গুণ বৃদ্ধি পাবে তা সহজেই অনুমেয়। আমার মনে হয়, এরকম একটি প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য আমাদের বিশ্বমানের বিজ্ঞানীও আছেন আবার বিশ্বমানের উদ্যোক্তাও আছেন। এছাড়াও সুখের বিষয় এই যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কালজয়ী শক্তিকে উপলব্ধি করে বিগত কয়েক বছর যাবৎ বর্তমান সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করার জন্য, গবেষণার জন্য বছরে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করছে। উলে-খ করা যেতে পারে যে, এ ধরনের একটি উদ্যোগের ফলাফল যাতে করে তরলায়িত হয়ে না যায় এর জন্য নতুন মানুষ নিয়ে নতুন করে একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। বিদ্যমান যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনোরকম উদ্যোগ নিয়েই স্থিতিজড়তা অতিক্রম করে কাঙ্ক্ষিত বেগ এবং অঙ্গীকারের লক্ষ্য স্পর্শ করা যাবে না। এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান যেকোনো জাতীয় সমস্যা সমাধান করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং সরকারের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করতে পারবে। এই দারিদ্র্য জর্জরিত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য যোগ্য প্রতিষ্ঠান, দেশপ্রেমিক নাগরিক ও প্রবাসীগণ এবং বিজ্ঞানীগণ এগিয়ে আসবেন এই প্রত্যাশায় রইলাম। ❐

অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ,
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আপনার মতামত জানিয়ে লিখুন :
editors@porshi.com